দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপ-সম্পাদকীয়

ড.এম আজিজুর রহমান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কর-আরোপ নজিরবিহীন। ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিকভাবে আমরা যা দেখে আসছি এবং যা গ্রহণযোগ্য তা হল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সব রকমের সেবার দায়-দায়িত্ব সমাজ, জাতি ও সরকার বহন করে। সরকার অন্যান্য খাতে কর আরোপ করে Tax Revenue উপার্জন করে এবং যার অংশবিশেষ সাধারণ মানুষের সেবায় ব্যয় করে। অনেক কারণে সরকারকে এ গুরু দায়িত্ব পালনে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর ভেতর জনাধিক্য ও বাজেট ঘাটতি অন্যতম। বাংলাদেশসহ জনবহুল অনেক দেশেই ঘাটতি বাজেটের কারণে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সেবামূলক কর্মকাণ্ড যথার্থভাবে পালন করতে সমর্থন হয় না। সমস্যাটি জটিল থেকে জটিলতর হয় আরো যেসব কারণে তা হল, প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রতিহিংসার রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আয়কর আইনসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলা ও বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদি। আইন করে সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিপূরক, সম্পূরক বা অনুপূরক দায়-দায়িত্ব গ্রহণকল্পে স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারিখাতকে সরকার আহ্বান করে।

প্রথমতঃ বেসরকারিখাত লোকসান করে সেবাখাতে বিনিয়োগ করবে না। আবার ডোনেশন বা দান করার কোন মনমানসিকতা নেই এমন কোন লোক ও সেবাখাত বিনিয়োগ করবে না।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার দায়-দায়িত্ব সরকারের এবং সরকার অপারগ হলেই বেসরকারিখাতকে আহ্বান করে। বেসরকারিখাত সরকারের পক্ষে দায়-দায়িত্ব বহন করে। বেসরকারী সেবা খাত সরকারের আয়ের উৎস নয় এবং আয়ের উৎস হিসেবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাই ট্যাক্স বা কর আরোপ গ্রহণযোগ্য নয়।

সেবাখাতে বিনিয়োগ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ কিছুটা লাভ করতে আবার কিছুটা দাতব্য কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করবে এটা নিতান্তই বিনিয়োগকারীর মানসিক ব্যাপার। সেবাখাতে বিনিয়োগকারীরা স্বাভাবিকভাবেই সেবা প্রবণ হয়ে থাকে। সেবাখাতের কার্যক্রমের ভেতরেই তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং সমাজেরও সেবা করবে।

সেবাখাতে বিনিয়োগকারীরা মুনাফা অর্জন করলেও প্রচুর পরিমাণে দাতব্য কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকেন যার গুণগতমান সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার দায়-দায়িত্ব সরকারের এবং সরকার অপারগ হলেই বেসরকারিখাতকে আহ্বান করে। বেসরকারিখাত সরকারের পক্ষে দায়-দায়িত্ব বহন করে। বেসরকারী সেবা খাত সরকারের আয়ের উৎস নয় এবং আয়ের উৎস হিসেবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাই ট্যাক্স বা কর আরোপ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণমুখী খাত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশ পরিচালনার জন্যে বিভিন্নখাতে কর আরোপ করে সরকারি আয়কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়ার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য, মাত্র ২৭ লাখ Tax File (TIN)-এর ভেতরে প্রকৃত করদাতার সংখ্যা মাত্র ৭ লাখ অর্থাৎ বাংলাদেশে শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ প্রকৃতপক্ষে টেক্স দেয়। তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের কর দিতে অভ্যস্ত নয়। এক কথায় বাংলাদেশে আয়করের পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। ফলে বহু মানুষ এদেশে কর দিতে অভ্যস্ত ও নয়। কালো টাকা ও সাদা টাকার হুড়োহুড়ির শেষ নেই। মোদ্দা কথা হচ্ছে, বাংলাদেশে কর আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক এবং নীতিগতভাবে শিক্ষাসহ বেসরকারি সেবাখাতকে কর আওতামুক্ত ঘোষণা করা হোক।